বাংলাদেশের বিস্ময় এবং সাম্প্রতিক হালচাল

অর্থনীতি | ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও অর্থনীতিবিদ

একাত্তর সালে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে সারাবিশ্বের বিস্ময় ও আকাশসম শুভকামনা নিয়ে জন্মেছিল স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। পাহাড়সম বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে ও দেশ-বিদেশে ক্রিয়াশীল বৈরী শক্তির মোকাবেলা করে বাংলাদেশের টিকে থাকা এবং বিপুল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাঝে দৃষ্টিনন্দন আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জন যে একটি বিস্ময়কর চমক, তার সাফল্যগাথা রয়েছে বেশুমার। শুরুতেই বলে রাখা ভালো, জাতির জনকের অকুতোভয়, গতিময়, উদ্ভাবনী ও প্রত্যয়ী নেতৃত্ব যেমন দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে, তেমনি তার অর্থনৈতিক মুক্তির আহ্বানে সাড়া দিয়ে কৃষাণ-কিষাণি ও শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অসাধারণ প্রজ্ঞার অধিকারী শিল্পোদ্যোক্তাদের সৃষ্টিকুশলতা মিলেই আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতির মজবুত অবস্থান ও দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার চলার পথ।

বিশ্বব্যাংকের ডুয়িং বিজনেস রিপোর্ট ২০১৩ অনুসারে : নতুন একটি উদ্যোগ করার সূচকে ২০১২ সালের ৯৫তম স্থান থেকে বাংলাদেশ ২১টি ঘর অতিক্রম করে ২০১৩ সালে ৭৪তম স্থানে উঠে এসেছে। নিবন্ধন ও লাইসেন্সপ্রাপ্তি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, অটোমেশন এবং কর ও মূল্য সংযোজন কর বিষয়ে ইতিবাচক সংস্কারের ফলে এই অগ্রগতি। বিশ্বব্যাংক আরও বলেছে, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ দারিদ্র্য হ্রাসে চমৎকার সাফল্য লাভ করেছে; যার ফলে দেশে এখন দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ২৬ শতাংশ। ফলে ২০১৫ সালের বেঁধে দেওয়া জাতিসংঘের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্টের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এগিয়ে রয়েছি আমরা।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের দ্য গ্লোবাল কম্পিটেটিভ রিপোর্ট ২০১৩-১৪ অনুযায়ী, বাংলাদেশ গেলবারের তুলনায় আটটি ঘর ওপরে এসে ১১০তম স্থানে রয়েছে। অনুরূপভাবে জাতিসংঘের কর্মসূচি, ইউএনডিপি কর্তৃক ২০১৩ সালের মানবসম্পদ উন্নয়ন রিপোর্টে বলা হয়েছে, "Bangladesh's HDI value for 2012 is 0.515..... Between 1980 and 2012, Bangladesh's life expectancy at birth increased by 14 years, mean years of schooling increased by 2.8 years, expected years of schooling increased by 3.7 years and GNI per capita increased by about 175 percent". ওই রিপোর্টে মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের অগ্রগতি বজায় রাখতে পারায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভিন্নধারার একটি সূচকে মুডিসের প্রত্যয়ন হচ্ছে– বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনে স্থিতিশীলতার কারণে গত এক দশকে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সূচক দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। অনুরূপভাবে স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুয়োরস (এসঅ্যান্ডপি) গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের ঋণমানকে ভারতবর্ষের কাছাকাছি এবং ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার সমতুল্য বলে উল্লেখ করে যাচ্ছে। ২০১৩ সালের লন্ডনভিত্তিক লিগেটাম সমৃদ্ধির সূচক অনুসারে ২০০৯ সালে ১০৭ নম্বরে থাকা বাংলাদেশ ১০৩ নম্বর স্থানে উঠেছে ২০১৩ সালে। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান বিশ্ব অর্থনীতির ওই দুর্যোগের মহামন্দাকালে পিছিয়ে পড়ে যথাক্রমে ১০৬ ও ১৩২ নম্বরে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের ইতিবাচক সিঁড়ি ভাঙার সোপান হয়েছে সামগ্রিক সমৃদ্ধি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (+৪), উদ্ভাবনী উদ্যোগ (+২), সুশাসন (+১৮), স্বাস্থ্যসেবা (+৫), শিক্ষা (+১), নিরাপত্তা (+৫) ও সামাজিক মূলধন সৃষ্টির (+৩) ক্ষেত্রে। সাম্প্রতিককালে দ্য ইকোনমিস্ট, নিউইয়র্ক টাইমস, দ্য গার্ডিয়ানসহ বিশ্বের অনেক প্রকাশনা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিস্ময়কর এবং এটাকে 'এশিয়ার বাতিঘর' হিসেবে উল্লেখ করেছে।

রাজনীতিতে মতান্তর-কিছু মূল্যায়ন : সাম্প্রতিককালে রাজনীতির পথচলায় বেশ কিছুটা অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় যথানিয়মে দশম সংসদ নির্বাচনকালে নির্বাচনকালীন সরকার বিষয়ে মতানৈক্য হলে একপক্ষ নির্বাচন বয়কট করে। সৃষ্টি করা হয় চরম নৈরাজ্য। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাবিরোধীকারী যারা আজও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রের পথে অর্থনৈতিক মুক্তির আদর্শকে মেনে নেয়নি তারা মানুষ পুড়িয়ে, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস করে, লুণ্ঠন, ধর্ষণ-নির্যাতন করে একাত্তরের চেয়েও ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নির্বাচন প্রতিহত করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। গত ৫ জানুয়ারি পূর্বনির্ধারিত তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফিরেছে স্বস্তি। সৃষ্টি হয়েছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করার কাজ শুরুর প্রেক্ষিত। বাংলাদেশ সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের স্টেট ম্যাগাজিন ফেব্রুয়ারির ২০১৪ সংখ্যায় অধুনা ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের দায়িত্বসম্পন্নকারী অগ্নিয়ানা ইভানোভার বরাতে যা প্রকাশিত হয়েছে, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

১. বিশ্বের ১১টি অগ্রসরমান দেশের অন্যতম গোল্ডম্যান স্যাকসও তাই বলেছে;

২. দুই দশকে বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৫-৬ শতাংশ;

৩. আগামী দশকে আরও দ্রুততর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে;

৪. রাজনৈতিক সংকট সত্ত্বেও অভাবনীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে;

৫. চীনের শ্রমিক মজুরি বেড়ে যাওয়ায় সুবিধাজনক অবস্থানে যাবে দেশটি;

৬. অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে দারিদ্র্য ও হত্যাযজ্ঞ থেকে বের হয়ে সহিংস উগ্রবাদের বিপরীতে মধ্যপন্থি ও অসাম্প্রদায়িক একটি অগ্রসরমান কমিউনিটি তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে।

এদিকে দ্য ইকোনমিস্টের গত ৮ ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় ক্রাইম অ্যান্ড পলিটিকস ইন বাংলাদেশ : ব্যাং ব্যাং ক্ল্যাব শিরোনামে বাংলাদেশে নির্বাচন-পূর্ব সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের জন্য বিভিন্নজনকে দায়ী করেছে এবং চলমান প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন করেছে এভাবে–

'By contrast, The Prime Minister looks increasingly content. Her Awami League won a general election on January 5th that was boycotted by the BNP and Jamat. Aid donors and their observers who worried about the poll's credibility now seem to be coming to terms with five more years of Sheikh Hasina. The official aid agencies of Britain and America have funded an opinion survey suggesting that Awami League would have won the election even without the boycott. That is a handy fillip for the government.'

বাংলাদেশের সংবিধানে যে গণতন্ত্রের কথা লিপিবদ্ধ আছে, তার সঙ্গে কোনো বিশেষণ যুক্ত নেই। অর্থাৎ সর্বজনীন অবাধ ও মুক্ত গণতন্ত্র। দেশে দেশে গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মুক্ত গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিতে এক ধরনের স্থিতিশীল ধীরগতি আছে। অনেকেই সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়ার উদাহরণ টেনে বোঝাতে চান, বঙ্গবন্ধুর বাকশালে 'সীমিত গণতন্ত্রে দ্রুত ও বলিষ্ঠতর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং ইহাতে বঞ্চিতজনের ভাগ্য উন্নয়নের আরও সুস্পষ্ট ও শক্তিমান যে ধারা ছিল তাহাই ভালো ছিল' অর্থাৎ পরে ১৯৯৬-০১ সময়ের অনুসৃত 'গ্রোথ উইথ ইকুইটি' সমন্বিত করা গেলেই ভালো হতে পারত। ভিন্ন প্রেক্ষিতে জাফর ইকবালের মনস্তাপ (৪ জানুয়ারি, ২০১৪) 'যারা সুশীল বক্তব্যে মানবাধিকারের নামে মানবতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতাবিনাশীদের হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, জাতীয় সম্পদের ধ্বংস ও গ্রেনেড মেরে শিশু হত্যাসহ নৈরাজ্যকর কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেন আমি তাদের কথা বুঝি না, আমি তাদের সাথে নেই।' অনেক বিদগ্ধজন মুনতাসীর মামুনের 'হেজাবিদের বাদ দিয়েই গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চার কথা বলেন। সাম্প্রতিককালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে পাস হওয়া সিদ্ধান্তে ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে সহিংসতা, জঙ্গিবাদ ও ধ্বংসযজ্ঞের জন্য বিরোধী দলকেই দায়ী করেছে। বিএনপিকে জামায়াতের সঙ্গ ত্যাগ করতে বলেছে। সরকার ও বিরোধী দলকে সমঝোতা আলোচনায় বসতে বলেছে। গণতন্ত্রে মাইনাস করার বিধান নেই। তবে এ কথা সত্য, বঙ্গবন্ধুর বাকশালে সম্পদের সমবায়ী মালিকানা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সমতাভিত্তিক বিতরণ ব্যবস্থা ব্যক্ত ও কিছুটা অনুক্ত ছিল। জাতির জনকের নেতৃত্বে এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হলে অন্য কোনো দেশ নয়, জীবন্ত-সমৃদ্ধ-বঞ্চনামুক্ত বাংলাদেশই আরও ভালো উদাহরণ হয়ে যেত।

বাস্তবতা, সমস্যা ও সমাধান : সুখের বিষয়, ২০০৯ সালে সরকার যেসব সিদ্ধান্ত নেয়, মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় থেকে ও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া পুনরুজ্জীবন তার অন্যতম। ফলে গত পাঁচ বছরে অনন্যসাধারণ উন্নতি ঘটেছে। ৫০ লাখ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন, ৪ থেকে বেড়ে ১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন, লোডশেডিংয়ের বিদায়, বিনামূল্যে বছরের প্রথমদিনেই ৩০ কোটি নতুন বই বিদ্যার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া, সর্বোচ্চ ৬.৮ ও সর্বনিম্ন ৬.১ ভাগ বার্ষিক জাতীয় আয় বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা, মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রচলন, শিশুমৃত্যুর হার হাজারে ৩৯-এ নামানো, সার্বিক ফার্টিলিটির হার দুইয়ে নামিয়ে আনা, মাতৃমৃত্যুর হারে উল্লেখযোগ্য হ্রাস, জন্মকালের গড় আয়ু ৬৯-এ উন্নীত করা, সমুদ্রসীমা বিরোধে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে জয়ী হয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সীমানা বিস্তার করাসহ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বার্ষিক রফতানি বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৭০০ কোটি মার্কিন ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে ১ হাজার ৯০০ কোটি ডলারে পৌঁছে যাচ্ছে। তবে কি অর্জন ফুরিয়ে গেছে! জয়রথে আর কোনো বাধা-বিপত্তি সমস্যা নেই! স্মরণ রাখা ভালো, বাজার অর্থনীতিতে পরিকল্পিত আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির চলার পথে আশু বা স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি এবং প্রেক্ষিত বা দীর্ঘমেয়াদি কর্মকাণ্ড ও পর্যায়ক্রমিক সমাধান সন্নিবেশিত থাকে। তবে সনাতনী দারিদ্র্য নিরসন মডেলের পরিবর্তে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য নির্মূলের মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জনের ভিন্ন মডেল নিয়ে এগুগোতে হবে বাংলাদেশকে।